প্রথম আলো

তারিখ 23 APR 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

আজ বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস

গ্রন্থস্বত্বাধিকার আইন আছে, কার্যকারিতা নেই

উদিসা ইসলাম ●

নতুন কোনো বই, বিশেষত উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা পাঠকপ্রিয়তা পেলে সেই বইয়ের নকল বের হয়ে যায়। রাজধানীর প্রধান সড়কের মোড়ে মোড়ে হকারদের কাছে থাকে সেই বই। আসল বইয়ের চেয়ে অনেক কম দামে সেগুলো বিক্রি হয়। এ ছাড়া মূল লেখকের অনুমতি ছাড়াই কেউ কেউ বই অনুবাদ করে প্রকাশ করছেন।

দেশে গ্রন্থস্বত্বাধিকার আইনের কার্যকারিতা না থাকায় অসাধু ব্যক্তিরা এর সুযোগ নিয়ে এসব করছে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বইটির লেখক-প্রকাশক।

এ রকম বাস্তবতায় আজ ২৩ এপ্রিল পালিত হচ্ছে বিশ্ব-গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস। জানা যায়, বই প্রকাশের সময় গ্রন্থস্বত্ব কার হবে, বইটিতে লেখকের সঙ্গে প্রকাশকের লেনদেনের হিসাব কী রকম হবে, পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে আবারও চুক্তি নবায়নের নিয়ম এবং কত দিন পর্যন্ত সেই স্বত্ব বলবৎ থাকবে, কপিরাইট আইনে সেসব বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। লেখক-প্রকাশকদের অভিযোগ, আইনের এসব দিকনির্দেশনা ঠিকমতো মানা হয় না। কারণ, এ আইন অনুযায়ী স্বত্বাধিকারের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি একক বা যৌথভাবে কোনো কিছু প্রকাশের অধিকার রাখে না।

শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আমাদের বইয়ের বাজার ভীষণ ছোট। একটি বই প্রকাশ করে বিক্রি হবে কি না, প্রকাশককে সে নিয়ে চিন্তিত থাকতে হয়। কারণ, নকল বই কম টাকায় কেনা যায়। পুরো শিল্পটি নিয়ে আমরা কেউ সচেতন না হওয়ায় নকলপ্রবণতা বাড়ছে; যার যেটা প্রাপ্য, সে সেটা পাচ্ছে না।'

এ বিষয়ে প্রকাশনা সংস্থা প্রথমার মোহাম্মদ কাইয়ুম বলেন, 'স্বত্ব কেনাবেচার বিষয়টি আসলেই আমাদের জানা নেই। কপিরাইট আইন কার্যকর যে নেই, সেটা বলে দিতে হয় না। আশপাশেই দেদার ফটোকপি চলছে। ফটোকপি বইগুলো হয়তো আসল হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানেই বিক্রি হচ্ছে। আইনি পদক্ষেপ না থাকা এবং বইয়ের বাজার আন্তর্জাতিক রূপ না পাওয়া এ অবস্থার কারণ।'

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, 'আমার সৃজনশীলতা দিয়ে আমি যা উৎপাদন করছি, সেটাতে আমার অধিকার থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কখনো কখনো স্বত্ব থেকে লেখকও বঞ্চিত হন। প্রকাশক তাঁকে লুকিয়ে হয়তো কিছু সংখ্যায় বেশি বই ছাপেন। কিছু সম্মানীর টাকা না দেওয়ার জন্য এ ধরনের অসততা কাম্য নয়।'

জানা গেছে, প্রকাশনা সংস্থার আন্তর্জাতিক যে ফেডারেশন আছে, তার সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো প্রকাশনা সংস্থার যোগাযোগ নেই। কয়েকজন প্রকাশক বলেন, এর ফলে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা থেকে স্বত্ব মানার মতো বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয়। তবে আইনজীবী শাহদীন মালিক বলেন, 'আইন কার্যকর না থাকাই মূল সমস্যা। ভয়ের সংস্কৃতি যদিও ভালো না, কিন্তু আইন কার্যকর থাকলে এ ধরনের দুর্নীতি কম হয়। তেমন করা গেলে কাউকে ঠকাতে সে ভয় পেত।' আইনজীবী আনিসুর রহমান বলেন, 'সরকারের এজেন্ট বাজারে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আইনটি মানা হচ্ছে কি না, সেটা দেখবে, সেই প্রচেষ্টা নেই। আবার ব্যক্তিগতভাবে কেউ অধিকার আদায়ে মামলা করবে, সেই ঝক্কিও নিতে চায় না।'

নামী বাংলাদেশি লেখকদের বই অনুবাদ করে প্রকাশ করা একাধিক প্রকাশক নাম প্রকাশ না করে জানান, তাঁরা অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করেন না। কারণ, বিদেশি প্রকাশকেরা যে পরিমাণ টাকা দাবি করেন, তা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই। অনুমতি বিষয়ে প্রকৃত সত্য তাঁরা একজন আরেকজনের কাছেও স্বীকার করেন না।

অনুবাদগ্রন্থের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মূল লেখকের অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। অনেকে অনুমতি নেওয়ার রেওয়াজের বিষয়টিও জানেন না। রাজধানীর আজিজ সুপার মার্কেটের প্রায় সব দোকানে অনুবাদগ্রন্থ পাওয়া যায়। সন্দেশ প্রকাশনীর প্রকাশক লুৎফর রহমান চৌধুরী দাবি করেন, 'অধিকাংশ বইয়ের কপিরাইট কেনা আছে।' মার্কেজের বইগুলোর অনুবাদ করা গ্রন্থ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আসলে চেষ্টা করেছিলাম, মার্কেজ বাংলায় অনুবাদে আগ্রহী ছিলেন না, তাই অনুমতি পাইনি। হোসে সারামাগোর অন্ধত্ব বইটির বাংলা স্বত্ব সন্দেশের হওয়া সত্ত্বেও অন্যরাও বইটি বের করেছেন।'

প্রকাশক-লেখকেরা স্বত্বাধিকার আইন কার্যকর করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

স্বত্বাধিকার আইন কার্যকর না থাকলেও প্রতিটি বইয়ের স্বত্ব কার, সেটা উল্লেখ থাকে কেন, সে প্রশ্নে প্রকাশকেরা বলেন, বইয়ে লেখা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। সবাই দেয়, তাই দেওয়া হয়। এর যে মূল উদ্দেশ্য, সেটা অনেকেই জানি না। শুধু গ্রন্থস্বত্ব না, বইয়ের পেছনে যে বারকোড দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রেও এটা সত্য।